I R.N N0. 2532/57 I Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে ফাল্গুন ১৪২১ ৪ঠা মার্চ ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্প জেলা থেকে উঠে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রিয় সরকার পরিচালিত 'জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্প' (NCLP) চলতি মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই মর্মে জেলা শাসকের দপ্তর থেকে প্রতিটি ব্লক অফিসে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। খবর, বিগত ২৬ মাস ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৬০টি স্কুলের ৪০০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন না। শিক্ষকদের অভিযোগ, জেলা অফিসের অর্থ নয়ছয়ের ফলেই নাকি এই অবস্থা। বিভিন্ন স্কুলের ৭০০০ ছাত্রছাত্রীর ষ্টাইপেণ্ড ভাতাও বাকী পড়ে আছে। এবারই প্রথম পঞ্চমশ্রেণীর পাঠদান শুরু হয়েছিল। তাদের সেসন ছিল নভেম্বর '১৪ থেকে জুলাই '১৫ পর্যন্ত। মাঝপথে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের ভবিষ্যত অথৈ জলে। তাদের 'মেনষ্ট্রিম' শিক্ষায় ষষ্ঠশ্রেণীতে অন্য স্কুলে ভর্তির ফরমানও জারি হয়েছে। এখন প্রশ্ন মাত্র ৫ মাসে পঞ্চম শ্রেণীর কোর্স শেষ করা কি সম্ভব ? শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে আগামী জুলাই পর্যন্ত পাঠ্যক্রম চালানোর প্রস্তাব দিলে তা খারিজ হয়ে যায়। জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জী এই মর্মে কেন্দ্রিয় সমমন্ত্রকের দপ্তরে দেখা করে একটি চিঠিও দেন গত ২৭ জানুয়ারী। চিঠিতে শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা ও জেলা অফিসের অর্থ নয়ছয়ের বিষয়টি জানান। কেন্দ্রিয় প্রকল্পের শ্রমদপ্তরের অধীন এই স্কুলগুলি সবই জঙ্গিপুর মহকুমার ৬টি ব্লকে অবস্থিত। বিড়ি অধ্যুষিত এলাকায় বিড়ির পাতা মুড়ানোর কাজে যুক্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে তৎকালীন সাংসদ প্রণব মুখার্জীর আন্তরিক উদ্যোগে এই জেলায় ৪০টি থেকে ১৪০টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং ২০১২ সালে সাম্মানিক ভাতা ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০০ করা হয়। অন্যান্য জেলা এবং পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এই নির্দেশ এখনও কার্যকর না হলেও তড়িঘড়ি করে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নির্দেশ কার্যকর করে জেলা প্রশাসন তাদের অকর্মন্যতা এবং দুর্নীতি ঢাকতে (শেষ পাতায়)

প্রকাশ্যে জুয়ো-মদ পুলিশ সব জানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটকালিয়া ও মহম্মদপুরের মাঝ বরাবর আমবাগানে বেশ কিছুদিন থেকে প্রকাশ্যে জুয়ো এবং তার সঙ্গে মদের আসর চলছে। বাগানের মধ্যে ৫/৬টি দল করে এই ধরনের অসামাজিক কারবার চললেও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। ঐ বাগান দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল যেতে ভয় ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। মদ্যপ জুয়ারীরা মির্দ্ধাপাড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা যায়।

অধ্যাপকের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সৌরীন দাশ (৭৫) ১৭ ফেব্রুয়ারী কোলকাতার এক নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অত্যধিক ধূমপানের জন্য তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। ১৯৬৯ থেকে ২০১০ অবসর নেয়া পর্যন্ত সৌরীনবাবু জঙ্গিপুর কলেজে সুনাম ও দায়িত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করে গেছেন। ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর ক্লাস ছাত্রছাত্রীদের কাছে বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব পেত। এখানে থাকাকালীন 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ প্রায়ই লেখালেখি করতেন। স্বল্পভাষী সৌরীনবাবুর মধুর ব্যবহার ভোলার নয়। (বিশেষ রচনা ভিতরে)

জল পরিষেবায় রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসী কাউন্সিলার পারভিন বিবি তাঁর ওয়ার্ডের যে সব এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা প্রয়োজন, তার একটা বিবরণ পুরসভায় জমা দেন বলে খবর। পারভিনের অভিযোগ, এ ব্যাপারে তার সঙ্গে কোন আলোচনা না করে পুরসভা থেকে দেয়া লিষ্ট অনুযায়ী জিদ্দিপাড়া লাগোয়া সদর রাস্তার মাঝ বরাবর বিশাল গর্ত করে পাইপ লাইনের কাজ শুরুর প্রস্তুতি নেন ঠিকাদার। কাউন্সিলার এর প্রতিবাদ জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। বর্তমানে বিপদজনক অবস্থায় লোকে ঐ রাস্তা দিয়ে চলাচলে গর্তে পড়ে জখমও হচ্ছেন কেউ কেউ বলে খবর।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২১

॥ হোলি প্রসঙ্গে ॥

বাসন্তী প্রকৃতি তাহার নবীন ও সজীব সজ্জায় মানুষের মনে যে নান্দনিক অনুভূতি সঞ্চার করে, তাহা প্রকাশ করিতে সে যেন বলিতে চাহে, 'আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণ তরে'। আপন আনন্দের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া এক হার্দিক প্রীতির মিলন সেতু রচনায় তৎপর হয়। 'সবার রং এ রং' মিলাইবার পালায় এক স্বর্গীয় সুষমা নামিয়া আসে প্রচলিত দোলোৎসবে। সকল মানুষের মনের দুয়ারে শুভ ইচ্ছা ও কামনায় এক বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। জীবনের দৃঢ় বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতকে ও বেদনার্ত মনকে দূরে সরাইয়া দিয়া স্বল্প সময়ের জন্যও মানুষ একে অপরকে আনন্দযজ্ঞে অংশ লইবার জন্য জানায় আন্তরিক আহ্বান। ইহা ভারতের শাশ্বতবাণী

পুরাণ কথা অনুযায়ী এক সময় হিরণ্যকশিপুর ভগিনী হোলিকা ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যা করিতে গিয়া নিজেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করে ; প্রহ্লাদকে অগ্নি স্পর্শ করে নাই। সেই সময় হইতে হোলি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বহ্ন্যুৎসবে, যাহা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশের দ্যোতনা করে। আরও নানা কথা হোলি উৎসব সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। দোলযাত্রা মূলতঃ রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক। গাছে দোলনা বাঁধিয়া ফুলপাতায় সাজানো হয়। সেই দোলনায় উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণকে দোল দেওয়া হয়। মৃদঙ্গ-মন্দিরের বাদ্যধ্বনিসহ খুশির গানে বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি মুখর হইয়া উঠে। ফাগ-গুলাল-আবির-কুমকুম ছড়ান হয় খুশির মেজাজে। সারা ভারতের নানা স্থানে হোলি উৎসব উদ্‌যাপনের বিভিন্ন আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয়। হোলি বিষয়ের বহু চিত্রকলা বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের দাবী রাখে।

রং ও আবিরের ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া দোল-উৎসব স্বতঃস্ফূর্ত যে আনন্দের দ্যোতনা করিয়া রচনা করে হার্দিক প্রীতির এক মেলবন্ধন, ক্ষেত্র বিশেষে মনের প্রসারতার অভাবহেতু সেখানে কখনও কখনও দেখা দেয় নানা অশান্তি। অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে রং ও আবির দিলে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটে সংঘর্ষ খুনজখম। প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের কোথাও না কোথাও অশান্তির কথা শুনা যায়। কোনও এক পক্ষ একটু সংযত ও সহনশীল হইলে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিতে পারে না। সুযোগ বুঝিয়া রাজনৈতিক দলগুলিও ইহাতে মদত যোগায়।

আজকাল অনেক সময় রং-এর মাতন বহন করিয়া আনে হিংসা-দ্বেষ-কাম প্রবৃত্তির নারকীয় পরিণাম। বহু জিনিসের ক্ষতি সাধিত হয়। পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ঘরবাড়ির দেওয়ালকে রং, কালি প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত করা হয়। প্রতিবাদ করিতে গিয়া গৃহস্থের হেনস্থা হয়। রেলগাড়ীর অনেক বগি কাদা ও গোবর নিক্ষেপের ফলে নোংরা হয়। ইহা উদ্দাম মানসিকতার এক ন্যক্কারজনক চিত্র। আইন করিয়া বা দোলৎসবের পূর্বে বেতার ও দুরদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদ নষ্ট না ঘটাইবার আবেদন জানাইয়া কতটুকু সুফল হইবে ? সর্বাগ্রে প্রয়োজন সর্বস্তরের মানুষের বিবেকের জাগরণ ; ইহার অভাবেই পবিত্র উৎসব কলঙ্কিত হইতেছে।

তবু কেন টান পড়ে বুকের সুতোয় ?

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

[অধ্যাপক ও কবি সৌরীন দাস স্মরণে]

কখনো সময়ের হাত ধ'রে ; কখনো সময়ের হাত ছেড়ে দিয়ে যে মানুষটি পথ চলতেন তিনিই কবি সৌরীন দাস। আমার শিক্ষক। তাঁর কাছে কলেজে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সত্তরের দশক। প্রবল নকশাল জ্বরে আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ। আমি তখন জঙ্গীপুর কলেজে বি.এ ক্লাসের ছাত্র। সৌরীন দাস আমাদের ইংরেজীর শিক্ষক। ওর কাছেই পড়ছি শেলী, কিট্‌স, ব্রাউনিং। গভীর তন্ময়তার সঙ্গে পড়াতেন। এক কবিকে জানতে গিয়ে তাঁর পড়ানোর গুণে আর এক কবিকে আবিস্কার করে ফেললাম। কখনো

(পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুরে ফায়ার ব্রিগেড প্রসঙ্গে

'জঙ্গিপুরে ফায়ার ব্রিগেড' নিয়ে সংবাদে যা বেরিয়েছে তাতে আবার প্রমাণিত--রাজনীতির নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দেন সে সব কার্যকর করার গরজ তাঁদের নয়। গরজটা যে আমাদের তা প্রমাণ করতে এক নাগরিক উদ্যোগ নেবার সময় এখন। সামনে পুর নির্বাচন। এই সময়ে সব দলের নেতাদের কাছে আবেদন তাঁরা দলগত রাজনীতি আংশিক সরিয়ে রেখে এখানে একটি ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্র স্থাপনের সক্রিয় প্রচেষ্টা নিন। এই মহকুমায় যে দমকল কেন্দ্রটি আছে তার দ্বারা মহকুমার সব এলাকা সামলানো সম্ভব নয়। এটা প্রমাণিত সত্য। এই কেন্দ্রের ঘাটতি পূরণ করা হোক। কিন্তু সেই সঙ্গে মহকুমা সদরে পুর এলাকায় বা সংলগ্ন কোনও উপযুক্ত স্থানে আধুনিক মানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র এই বছরের মধ্যেই চালু করা হোক। ভোটে জয়ী হতে যেমন চেষ্টা করেন তেমনি সদর্থক প্রচেষ্টা নিন। নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ, এই কাজে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দপ্তরগুলিতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পাঠান দলমত নির্বিশেষে। স্থানীয় পত্রিকাগুলিও এ বিষয়ে ভূমিকা নিন। জনগণের সম্মিলিত ও সক্রিয় এই জরুরি দাবিটি এভাবে নিশ্চয় আর উপেক্ষিত বা অবহেলিত হবে না।

প্রবীণ নাগরিক হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ

যেমন দেখেছি

শান্তনু সিংহ রায়

কবি গুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি চোর বটে।' বলছি, হাল আমলে ঘটা ঘটনা এবং অতীতে দেখা ঘটনাবলী নিয়ে। বিগত সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল দেখে যারা গেল-গেল রব' তুলছেন তাদের একবার নিকট অতীতটা স্মরণ করতে বলি। স্বাধীনতার পর ৬৭ বছরে আমাদের উন্নয়ন, অগ্রগতি কতটা হয়েছে। ১০/১১ বছর বাদে বাকী সময়টা কংগ্রেস কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন ছিল। বিভিন্ন দুর্নীতি, কালো টাকায় দেশ ছেয়েছে। বিগত ৩৪ বছরের বাম শাসনকালে এই বঙ্গে 'কত রঙ্গ' আমরা দেখেছি। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া এবং পুনরায় প্রবর্তন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দেওয়া এবং আবার চালু করার ফলে শিক্ষার আসল মেরুদণ্ডটাই ভেঙে পড়েছে। সরকারী স্কুল বাদে বেসরকারী স্কুলের বারবাড়ন্ত বাম আমলেই হয়েছে। এবং এই সমস্ত বেশীরভাগ স্কুলের কর্ণধার সি-পি-এম নেতা-নেত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। প্রান্তিক ঘরের ছেলে মেয়েরা এই জন্য পিছিয়ে পড়েছে। কোয়ালিটির পরিবর্তে কোয়ানটিটির রমরমা হয়েছে। ফলে IAS, IPS সহ সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী মার খেয়েছে। ভোটব্যাঙ্ক যত স্ফীত হয়েছে ততই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সরকারী ব্যবস্থার বদলে বেসরকারী করণের ঝোঁক বেড়েছে। ফলে সরকারী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাম আমলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। বারবাড়ন্ত হয়েছে নার্সারীস্কুল এবং নার্সিংহোমের। কারণ এ সমস্তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন বাম তথা সি-পি-এম নেতারা। আজ সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে সাধু সাজলে ইতিহাস তাকে ক্ষমা করবে না। অত্যন্ত নীচুতলার নেতা-নেত্রীর উদ্ধত আচরণ সে সময় হিটলারকেও হার মানাত। আজ সবাই খুই ভদ্র বিনীত আচরণ করছেন, কারণ ক্ষমতার দম্ভ আজ ফুরিয়েছে। গীতশ্রী সরকারের পদক প্রত্যাখানের পিছনে তাই সি-পি-এমের ছায়া দেখতেই পাই। কোমলমতি ছাত্রীটি পরোক্ষে কাকে অপমান করলেন। দায়ী ছাত্রীটি, না ঘোলা জলে মাছ ধরার রাজনীতি ! ভাবতে হবে, বর্তমান সরকারকে ভুল-ত্রুটি শোধরানোর সময় দিতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে 'গেল-গেল রব' তুলবো, একবারও অতীত দেখব না, তা হয় নাকি ? স্থানীয়ভাবে দেখতে গেলেও দেখতে পাব নিকট অতীতে ঘটা ঘটনাবলী কত মারাত্মক। সি-পি-এম ভজনা করলে খাতখুন মাপ, সমালোচনা করলেই তাকে কোণঠাসা করে ভাতে-মারার ব্যবস্থা করো। শিক্ষা, সংস্কৃতি সবতেই মধ্যমেধার আস্ফালন। NCTE আইনে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো, বি.জে.পিকে বরেণ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সভায় অসভ্য বর্বর, হনুমানের দল বলার মধ্যে কোন্ সুস্থ সংস্কৃতি বিরাজ করত ? আজ যারা তৃণমূল নেতানেত্রীদের ভাষা ও আচরণ নিয়ে সর্বদা কাটাছেড়া করছেন,

(শেষ পাতায়)

প্রসঙ্গ সাক্ষাৎ

তুলসীচরণ মণ্ডল

যা ভাবি ঠিক তাই লিখতে পারি না। এটা বুঝি বয়েসের দোষ। আমি ১৯৬১-৬২ সালের দিকে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে দূর হতে দেখেছি মাত্র। ছাপাখানায় আর একজনকে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি সনৎ কুমার ব্যানার্জী। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালের আগে পরে এই সনৎ ব্যানার্জীর সঙ্গে ডাকবিভাগে বিশেষ করে ফাঁসিতলার রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে একই সঙ্গে কাজ করেছি। সনৎবাবু একজন সুলেখক ছিলেন। আচ্ছা আমি তো দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের সঙ্গে কোনো আলাপ করিনি। অথচ দূর হতে প্রেসে সদাহাস্য রসিক লোকটিকে দেখেছি মাত্র। এটা অবশ্যই সাক্ষাৎকার হতে পারে না। ইতিহাস পড়ি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়েছিল এবং উভয়ের সাক্ষাতকারটি রসোতীর্ণ।

আমি কিন্তু অন্য আর একটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিখছি। অপরাধ হলে ক্ষমা করবেন। নলিনীকান্ত সরকার লিখিত "দাদাঠাকুর" বইতে পড়েছি দাদাঠাকুরের কোন এক শিশুপুত্রের ভীষণ অসুখ। দাদাঠাকুরের গিন্নি দুর্গা ঠাকুরের কাছে ছেলের অসুখ সারাতে পুজো দিয়ে ফিরতে হাস্যরসিক দাদাঠাকুর গিন্নিকে জিজ্ঞেস করলেন, মা দুর্গার কাছে পুজো দিয়ে কিছু হবে ? মা দুর্গা নিজের ছেলেরই হাতিসুর ঠিক করতে পারেনি, সে আবার তোমার ছেলের অসুখ সারাবে কি করে ? এখানেই দাদাঠাকুর অনন্য। তিনি দেবদেবীর "সাক্ষাৎ" ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করতেন না এবং এখানেই তিনি বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-রাজা রামমোহনের চিন্তার শরীক ছিলেন।

উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের দশকে নিমতিতার জমিদার বাড়িতে বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা "দেবী" বই এর সুটিং হয় নিমতিতায়। এতে ছবি বিশ্বাস, শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেন। "দেবী" বই এর লেখক সম্ভবতঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে পুত্রবধূ শর্মিলা ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবী বানিয়ে জমিদার ছবি বিশ্বাস পূজাআর্চা করতে থাকেন। এবং নিজের পৌত্রের ভীষণ অসুখের সময় দেবীর চরণামৃত দিয়ে থাকেন। পৌত্রের অসুখ কঠিনতর হয়। ডাক্তার বদ্যির ব্যবস্থা হয় না। শেষে জমিদার পৌত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। স্বামী স্ত্রী সৌমিত্র-শর্মিলার ঘর ভেঙ্গে যায়। হিন্দু ধর্মের একটা অচলায়তনকে সত্যজিৎ রায় এখানে দেখাতে চেয়েছেন।

এবার আসল কথাতে আসি। এমনিতেই আমাদের দেশে অজ্ঞ-মূর্খ-নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশী। এবং এরা দেব দেবী ও ভাগ্য নির্ভর। এরা জ্ঞানচর্চা মোটেই করেন না। আর ভারতের সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু পুরহিত শ্রেণী এই অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষদের বহু প্রকার সাক্ষাৎ দেব দেবী মন্দিরের মাধ্যমে অহরহ শোষণ করে চলেছেন। আর বলছেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" "মানলে শিব-- না মানলে ঢিব।" এ রকম আরো বহু বহু কথা। শুধু তাই নয়, বহু শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী বহু ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রনায়করা এই সব মন্দির দরগায় মাথা মুড়িয়ে চুল ফেলে আসেন। সাক্ষাৎ দেব দেবীর পুজো পাঠ করেন। এর ফলস্বরূপ কিছু নিস্কর্মা (কর্মহীন) মানুষ মন্দির মসজিদে বসে যুগ যুগ ধরে মানুষকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে শোষণ করেন। এটা অবশ্যই স্বেচ্ছাশোষণ। পুরোহিত শ্রেণীর এই মানুষরা ভগবান ও মানুষের মধ্যে ভায়া-দালাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর ঠিক এই শোষণ থেকে মুক্ত করতে স্বামী বিবেকানন্দ এই মূর্খ পুরোহিত দালাল শ্রেণীকে বয়কট করার কথা বলেছেন। এখানেই বিবেকানন্দ অনন্য। বর্তমানে কেন্দ্রে গেরুয়া শিবির দেশ চালচ্ছে। এরা বজরংবলি, আর.এস.এস, শিব সেনাসহ বহু প্রকারের সাধু সন্ন্যাসী। এবং সবাই পরান্ন ভোজী। অর্থাৎ পরের দেওয়া বা দান করা অন্নে দিন কাটান। এরা সব মঠ মন্দিরে থাকেন। এরা যদি দেশ চালানোর চালিকা শক্তি হন তবে সে দেশের উন্নয়ন সম্ভব কি ? তাই এখনই তো সব আবোল তাবোল বকছেন। বলছেন ভারতের সব অধিবাসীই নাকি হিন্দু। কারণ ভারত যে হিন্দুস্তান। তাই দলে দলে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী--"ঘর ও খাপসী" অর্থাৎ নিজের ঘরে প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী নিয়ে আদিবাসী খৃষ্টান ও মুসলিমদের হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করছেন। এই সব কাজকর্মের ছবিসহ খবর বের হচ্ছে। এর ফলে কি হবে ? দেশে একটা অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরী হবে। পূর্বের বহু উদাহরণ আছে। যথা আদবানীর "রামরথ যাত্রা" ; "অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ" ইত্যাদি। এই সব কাজ দিয়ে দেশের অশিক্ষা-বাসস্থান -খাদ্য- বস্ত্র-পানীয় জল ও কুসংস্কার দূর হবে কি ? বিজ্ঞান তো তা বলে না। দেশের উন্নতি--দেশের সর্বসাধারণের উন্নতির জন্য ধর্ম নয়--বিজ্ঞান চর্চায় একমাত্র পথ। আর ধর্ম তো নিজের ব্যাপার। নিজের ধর্ম নিজের কাছে। তেমনি অপরের ধর্মকেও ছোট করা যাবে না। ধর্ম বিশ্বাসএকান্তই নিজস্ব সম্পদ, যা জোর করে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া অবান্তর। এবং অপরের অনুসৃত ধর্মকে হেয় করা যাবে না। এই কথাটা বিজেপি বুঝলে মন্দের ভালো। এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবু কেন টান পড়ে .....(২ পাতার পর)

ঘণ্টা পড়েছে কিন্তু খেয়াল করেন নি, অন্য ক্লাসের বেশ কিছুটা সময় নিয়ে নিয়েছেন। কথা বলতেন খুব আস্তে। মোটেই চিৎকার করে পড়াতেন না। তবু সবাই শুনতে পেত কারণ তাঁর ক্লাসে কথা বলার মতো ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে পাওয়া যেত না।

মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের। কোনো রকম লঘু চাল তাঁর মধ্যে ছিল না। সব সময় পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। নিয়মিত লেখালেখিও করতেন। স্থানীয় পত্র পত্রিকায় তার বহু লেখা পড়েছি। আমি মাঝে মাঝে আমার কবিতার খাতা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতাম। বুঝতে পারতেন। বলতেন--কি রে ; কিছু দেখাবি ? আমি বলতাম--হুঁ। কী ; কবিতা ? আমি হ্যাঁ বলে খাতা খানি এগিয়ে দিতাম। কবিতাটি পড়তেন। কোনোদিন ভালো বা মন্দ কোনোরূপ মন্তব্য করতেন না। আমি মনে মনে ভাবতাম এতো ভারি আশ্চর্য লোক। ভালো-মন্দ রা কাড়ে না। নির্বিকার। কিছুটা বা উদাসীন। কখনো কবিতা পড়া শেষ হলে হয়তো বললেন--তাহলে তুই লিখছিস ; বল ? এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে উনি যে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন তার অর্থ আমার কাছে খুব একটা পরিস্কার হত না। আমি নিষ্পাপ ছেলেমানুষের মতোই বলতাম-হ্যাঁ। উনি আর কিছুই বলতেন না।

ওর আবেগকে কখনোই উচ্ছ্বাসে পরিণত হতে দেখিনি। এই বলে আমি একটা সান্ত্বনা পেতাম যে আমার কবিতা ওর নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে ; কিন্তু সামনা সামনি প্রশংসা করা ওর হয়তো আসে না।

কোনো কোনো মানুষকে দেখে মনে হয় এই পৃথিবীতে সে শুধুই একা। কিছু বইপত্তর ছাড়া কেউ নেই তার। সকলের মাঝে বেমানান তিনি--তিনি শুধুই একা। কেন জানি না আমার তখন মনে হয়েছিল সৌরীন দাস এরকমই এক মানুষ। আমার মনে হয় লোকচক্ষুর আড়ালে তার প্রিয় বইগুলির সঙ্গে তিনি কথা বলতেন। একটি বইয়ের সঙ্গে আর একটি বইয়ের গন্ধের ফারাক তিনি বুঝতেন। সেই সময় আমি অল্প বয়সী এক যুবা সৌরীন দাসের জগৎটাকে ঠিক চিনতে পারিনি। কিন্তু এখন ; এই আলো নিভে যাওয়া বেলায় বেশ বুঝতে পারি তাঁর জগৎটা কেমন ছিল। সৌরীন দাসের মতো মানুষদের কারো কাছে যাবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু সকলেরই ওকে প্রয়োজন। কারণ ; তিনি যে কবি ! কবির কাছেই তো মানুষ আশ্রয় নেয়। গোটা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবির মাথায় ঈশ্বরের হাত। কবি তোমার হাতটি আমাদের মাথায় রাখো। মনে পড়ে একদিন কলেজ চলাকালীন দুপুরে সৌরীন দাস কলেজের দোতলার লাইব্রেরী রুমে জানালার ধারে যেখান থেকে ভাগীরথী নদীর পূর্ণ ছবি ভেসে ওঠে সেখানে ছোট্ট একটি চেয়ার টেবিলে বসে পড়াশোনা করছেন। এমন সময় আমার লেখা কবিতা পড়ে দেখার আর্জি নিয়ে আমি গিয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখে উনি পড়া বন্ধ করলেন--কি রে কী খবর ? আমি কোনো কথা না বলে আমার লেখা একটি কবিতা ওর হাতে এগিয়ে দিলাম। কবিতাটির নাম--'মা ও মেয়ে'। কবিতাটি এরকম--মা বললেন : / মায়া বাড়াস না / মেয়ে নীরব।/ মা বললেন : / মায়া বাড়িয়ে কী লাভ-/ মেয়ে কিন্তু নীরব। মা বললেন : / তুই ভালোবাসিস ওকে ? / মেয়ে গোপন করল/ তার চোখের কোণে টলোমলো দু'বিন্দু মুক্তো।/ ভালোবাসা কখনো দেয় নীরবতা/এক অদ্ভূত নীরবতা ! সৌরীন বাবু বেশ সময় নিয়ে কবিতাটি পড়লেন। এবার কিন্তু কোনো (শেষ পাতায়)

১১ মার্চের জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ বন্ধ থাকবে। --প্রকাশক

তবু কেন টান পড়ে .....(৩ পাতার পর)

মন্তব্য না করে ফিরিয়ে দিলেন না। বললেন–দ্যাখ্ এতটা ওপেন না হয়ে আর একটু আড়াল করা যায় না ? মানে এতটা খোলাখুলি না বলে আর একটু যদি আড়াল দেওয়া যায়। তুই পারবি ; চেষ্টা করলেই পারবি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে কবিতার কেনো জায়গাটির ওপর উনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। 'মা বললেন : তুই ভালোবাসিস ওকে ? ওর ভাবনায় এই বলাটা খুব ওপেন হয়ে গেছে। একে আর একটু আড়াল দেওয়া দরকার। আমি একটি চেয়ার টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ওখানে বসে কী করা যায় তা ভাবতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমি লাইনটি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেললাম। এবং ওর সামনেই এই কাজটি করতে পেরে আমি মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। 'তুই ভালোবাসিস ওকে ?' লাইনটি পাল্টে দিয়ে আমি লিখলাম---'আয় মা কাছে আয়'। আমি দেখলাম এই পরিবর্তনটা ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। উনি বললেন---আমি জানতাম তুই পারবি। তাহলে লাইনটি পাল্টে ছত্রটি দাঁড়ালো এইরকম---'মা বললেন : / আয় মা কাছে আয়/ মেয়ে গোপন করল/ তার চোখের কোণে টলোমলো দু'বিন্দু মুক্তো'।

সৌরীন দাস প্রকৃতই একজন কবি ছিলেন। He is out and out a poet. আমারই একটি কবিতায় লিখেছিলাম--

কবি দূরে চলে গেলে
কবিতা লিখেই নিতে হয় তাঁর খোঁজ–
কবির মৃত্যু নেই জানি
তবু কেন টান পড়ে বুকের সুতোয় ?

যেমন দেখেছি .....(২ পাতার পর)

অতীতে তাদের শুভবুদ্ধি কোথায় ছিল ? প্রকাশ্য সভায় তৃণমূল যুব সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে চড় মারার সাহস কোথা থেকে আসে ? আজ সারা বাংলাকে অস্থির করে তুলতে নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জঙ্গলমহল শান্ত, পাহাড় শান্ত, গ্রামবাংলা শান্ত। এতে বিরোধীদের মাথা খারাপ। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তুলে ধরে এবং সর্বদা টিভিতে এ্যান্টি প্রচার করে জনমানসে এই ধারণা তৈরী করা হচ্ছে। যেন বিগত সাড়ে তিন বছরে কিছুই হয়নি। কিছু ধান্দাবাজ, দাঙ্গাবাজ আবার এই বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে। বর্তমান সরকারের দোষ-ত্রুটি অবশ্যই আছে। প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলা ঘটনাবলী মাঝে মাঝে আমাদের শঙ্কিত করছে। ভাবছি সরকার ও প্রশাসন আছে কি ? ঘটনার গভীরে গিয়ে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে। তাহলেই মূল গলদটা ধরা পড়বে। জনগণের প্রকৃত মতই আবার সত্য প্রতিষ্ঠা করবে। পুরসভা এবং বিধানসভা তাই বি.জে.পির 'পাখির চোখ'। আগামী দেড় বছরে তাই অনেক ঘটনা ঘটবে এই সরকারকে হেয় করার জন্য। মমতা ব্যানার্জীকে আরো শক্ত হাতে দল ও প্রশাসনের রাশ ধরতে হবে। যেন চক্রান্তকারীরা সুযোগ না পায়---তাকে এবং তার সরকারকে কালিমা লিপ্ত করার। কারণ সময় এখন বিপন্ন, মানুষ উন্নয়নের সাথে সুষ্ঠু প্রশাসনও চাইছে। তাই সমস্ত কিছুর দায়ভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকেই নিতে হবে।

জাতীয় শিশুশ্রম .....(১ পাতার পর)

চাইছেন বলেও শিক্ষকদের এক অংশ মনে করছেন। কেন্দ্রিয় সরকার ২০১১ এর জনগণনার ভিত্তিতে দেশে শিশু শ্রমিক কমে যাওয়ায় শিক্ষিকা ও শিক্ষকদের দায় রাজ্য সরকারকে নিতে বলেছেন। সর্বশিক্ষা অভিযানে সবাইকে যুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ থেকেও দাবী করা হয়।

দিন দুপুরে তালা ভেঙে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এলাকার মহম্মদপুরে নান্টু সেখের বাড়ীতে গত সপ্তাহে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দুস্কৃতীরা ২টি মোটর সাইকেল বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সদর দরজার তালা ভাঙে। পরে ঘরের ভিতরের আলমারি ভেঙে বেশ কয়েক ভড়ি সোনা ও নগদ টাকা নিয়ে যায়। গৃহস্বামী ও তার স্ত্রী অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে খবর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গীপুর সাহেববাজার নিবাসী অধুনামৃত শ্যামাপদ ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত Will এর probate proceeding মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রহিয়াছে। যাহার নম্বর F.A.T. 99/15, এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি শ্যামাপদ ত্রিবেদী মহাশয় কোন সম্পত্তি খরিদ বিক্রয়ের জন্য তাহার কন্যা শ্রীমতি মঞ্জু রায়, স্বামী শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়, সাং ২ নং থানা রোড, গোড়াবাজর পোঃ ও থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ এর সহিত প্রচেষ্টা চালাইলে তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে শ্যামাপদ ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পাদিত Will মূলে legatee স্বরূপে নিম্ন স্বাক্ষরকারী মালিক ও দখলীকার হইতেছেন।

১। প্রণবকুমার ত্রিবেদী, ২। কৃষ্ণকুমার ত্রিবেদী, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় কালীপদ ত্রিবেদী, সাং – জঙ্গীপুর সাহেববাজার, পোঃ – জঙ্গীপুর, থানা – রঘুনাথগঞ্জ, জেলা – মুর্শিদাবাদ

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।